Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া ফারজান

রোলঃ 228022199

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া ফারজান

রোলঃ 228022199

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া ফারজান, আইডিঃ 228022199 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সুরাইয়া ফারজান

আইডিঃ 228022199

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ভূমিকা........6

১.১ গবেষণার পটভূমি........6

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য........6

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব........7

১.৪ গবেষণার প্রশ্নাবলী........7

অধ্যায় ২: হিন্দুত্ববাদের পরিচিতি ও ইতিহাস........8

২.১ হিন্দুত্ববাদের ধারণা........8

২.২ রাজনৈতিক কাঠামো........8

২.৩ হিন্দুত্ববাদ বনাম হিন্দু ধর্ম........9

২.৪ আধুনিক ভারতের হিন্দুত্ববাদি রাষ্ট্র নির্মাণ........10

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন........13

৩.১ সীমান্ত হত্যা ও সহিংসতা........14

৩.২ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মিডিয়া দখল........16

৩.৩ রাজনৈতিক প্রভাব ও কূটনৈতিক আধিপত্য........18

৩.৪ শিক্ষানীতিতে প্রভাব ও মূল্যবোধের সংকট........24

৩.৫ ইসকনের ভূমিকা ও ধর্মীয় আগ্রাসন........26

অধ্যায় ৪: হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের প্রকৃতি ও প্রভাব........27

৪.১ হিন্দুত্ববাদের বাস্তবায়ন কৌশল........27

৪.২ সীমান্তে মুসলিম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড........28

৪.৩ বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন........28

৪.৪ মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রভাব........28

৪.৫ শিক্ষা ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব........29

৪.৬ রাজনৈতিক চাপ ও বন্ধুত্বের নামে আধিপত্য 29
অধ্যায় ৫: ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুত্ববাদের প্রতিরোধ 29
৫.১ যুলুম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 30
৫.২ উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির নির্দেশনা 30
৫.৩ ইসলামি আত্মরক্ষা নীতি ও প্রতিরোধ 31
৫.৪ হিকমাহ ও দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিরোধ 31
৫.৫ মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধতা 32
৫.৬ ইসলামের আলোকে প্রতিরোধের ধরণগুলো 32
অধ্যায় ৬: আমাদের করণীয় 32
৬.১ ইসলামি জ্ঞান ও আত্মপরিচয়ের পুনর্জাগরণ 33
৬.২ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব 34
৬.৩ সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া জাগরণ 35
৬.৪ কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 36
৬.৫ শিক্ষানীতিতে সংস্কার 37
৬.৬ অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা 39
৬.৭ দাওয়াতি প্রচার-প্রচারণা শক্তিশালী করা 40
অধ্যায় ৭: উপসংহার 42
৭.১ সারসংক্ষেপ 43
৭.২ মূল বার্তা 43
৭.৩ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা 44
তথ্যসূত্র 46

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ গবেষণার পটভূমি

বিশ্ব রাজনীতির সাম্প্রতিক এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উত্থান। ইউরোপে খ্রিস্টীয় জাতীয়তাবাদ, মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া-সুন্নি বিভাজন, আর দক্ষিণ এশিয়ায় *হিন্দুত্ববাদ* তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দুত্ববাদ মূলত ভারতের হিন্দু সংখ্যাগোষ্ঠীর আধিপত্যবাদী এক মতবাদ, যার জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হয়, এবং এটি বর্তমানে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে।

হিন্দুত্ববাদ কেবল একটি ধর্মীয় পরিচয় নয়; এটি একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে— ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে হিন্দু সভ্যতা অনুযায়ী পুনর্গঠন করা। এর ফলে মুসলিম, খ্রিস্টান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুরা সেখানে কোণঠাসা হচ্ছে। এই মতবাদের বিস্তার কেবল ভারতের অভ্যন্তরে সীমিত নেই, বরং ভারতের প্রতিবেশী মুসলিম দেশ— বিশেষত বাংলাদেশে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কৌশলগত চাপের মাধ্যমে এ মতবাদ প্রসার লাভ করছে।

সীমান্তে বিএসএফের আগ্রাসন, ভারতীয় গণমাধ্যমের আধিপত্য, ভারতীয় সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ— এসবই হিন্দুত্ববাদী প্রভাবের বহিঃপ্রকাশ। এমন এক পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে করণীয় নির্ধারণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে:

ক) হিন্দুত্ববাদের উত্থান ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা:

- হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস, তাত্ত্বিক ভিত্তি, রাজনৈতিক রূপ, এবং এর পৃষ্ঠপোষক সংগঠনগুলো যেমন RSS, BJP, VHP ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্লেষণ।
- এই মতবাদ কীভাবে "হিন্দু রাষ্ট্রীয়" পরিচয় গড়ে তুলতে চায়।

খ) বাংলাদেশে এর আগ্রাসনের ধরন ও প্রভাব চিহ্নিত করা:

- সীমান্ত হত্যা, কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতির ওপর প্রভাব, অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ, মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার বিশ্লেষণ।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্থিতিশীলতার ওপর এর প্রভাব।

গ) ইসলামের আলোকে করণীয় নির্ধারণ:

- কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহ অনুসারে কীভাবে মুসলমানরা এ ধরনের আগ্রাসনের জবাব দিতে পারে বা আত্মরক্ষা করতে পারে।
- আত্মপরিচয়ের পুনরুদ্ধার, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ, অর্থনৈতিক সচেতনতা, উম্মাহর ঐক্য ইত্যাদি দিক।

১.৩ গবেষণার গুরুত্ব

এই গবেষণার মাধ্যমে একটি সমসাময়িক ও জরুরি সমস্যাকে নীতি-নৈতিকতা, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশসহ গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য একটি গাইডলাইন হিসেবে কাজ করতে পারে।

ক) সমসাময়িক সমস্যার দিক নির্দেশনা:

- বাংলাদেশ ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একটি বৈশ্বিক মতাদর্শিক চাপের মুখোমুখি। এই গবেষণা একটি বাস্তব ও নীতিনির্ভর সমাধানের পথ দেখাবে।

খ) ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ:

- ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক জীবন নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকেও নির্দেশনা দেয়। তাই ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ মুসলমানদের করণীয় নির্ধারণে সহায়ক হবে।

গ) নীতিনির্ধারকদের সহায়তা:

- এই গবেষণা সরকারের নীতিনির্ধারক, ইসলামি চিন্তাবিদ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

১.৪ গবেষণার প্রশ্নাবলী

এই গবেষণায় তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে:

১) হিন্দুত্ববাদের মূল ধারণা কী এবং এটি কীভাবে কার্যকর হয়?

- এর তাত্ত্বিক ভিত্তি, মতবাদগত কাঠামো, প্রচার কৌশল এবং রাজনীতির সাথে এর সম্পর্ক কী?
- এটি কীভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাধ্যমে ছড়ায়?

২) বাংলাদেশে এর প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে?

- ভারতের সীমান্তনীতি, মিডিয়া প্রভাব, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও রাজনৈতিক কূটচাল— এসব কি বাংলাদেশে একটি মতবাদগত আগ্রাসনের অংশ?
- মুসলিম সমাজ ও তরুণ প্রজন্ম কীভাবে এর দ্বারা প্রভাবিত?

৩) ইসলামের আলোকে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী?

- ইসলাম আগ্রাসনের জবাবে কী বলে?
- আত্মরক্ষা, সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উম্মাহর ঐক্য, দাওয়াহ ও ইখলাস— এসব কিভাবে প্রাসঙ্গিক

অধ্যায় ২: হিন্দুত্ববাদের পরিচিতি ও ইতিহাস

২.১ হিন্দুত্ববাদের ধারণা

‘হিন্দুত্ব’ শব্দটি প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জনপ্রিয় করেন *বিনায়ক দামোদর সাভারকর* ১৯২৩ সালে প্রকাশিত তার *Hindutva: Who is a Hindu?* নামক বইয়ে। সাভারকর মুসলিম ও খ্রিস্টানদের 'বিদেশি' মনে করতেন এবং ভারতবর্ষকে শুধু হিন্দুদের জন্য দাবি করতেন। তাঁর মতে, হিন্দুত্ব কেবল ধর্ম নয়; এটি একটি সাংস্কৃতিক ও জাতিগত পরিচয়, যার ভিত্তি হলো ভারতকে "হিন্দু রাষ্ট্র" হিসেবে গঠন করা।

তাঁর মতে, হিন্দু হতে হলে তিন ধরণের শর্ত পূরণ করতে হবে:
১. **ভূমিভিত্তিক পরিচয়** (Birthland): যার জন্মভূমি ভারত, সে-ই প্রকৃত ভারতীয়।
২. **ঋষি সংস্কৃতি** (Culture): যার সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মীয় পুরাণ, রীতি, কাব্য ও চর্চাভিত্তিক।
৩.**ভক্তিভাবনা** (Devotion): যিনি ভারতভূমিকে মাতৃভূমি হিসেবে পূজা করেন।
এখানে ইসলামী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, বা অন্য যেকোনো ‘বিদেশি উৎসভিত্তিক’ ধর্মাবলম্বীরা *নাগরিক হলেও হিন্দু নয়—* এমন ধারণা গেঁথে দেওয়া হয়।

২.২ রাজনৈতিক কাঠামো

হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক বিস্তার মূলত Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) এর মাধ্যমে সংগঠিত হয়, যা **১৯২৫** সালে প্রতিষ্ঠিত। এর সহগঠিত শাখাগুলোকে “সংঘ পরিবার” বলা হয়, যার মধ্যে BJP (Bharatiya Janata Party), রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ

(RSS), VHP (Vishwa Hindu Parishad), ABVP (ছাত্র সংগঠন), Bajrang Dal ইত্যাদি রয়েছে। এদের মূল লক্ষ্য:

- ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর
- মুসলমান ও খ্রিস্টানদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানো
- শিক্ষা ও মিডিয়া ব্যবস্থার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদ ছড়িয়ে দেওয়া

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এই গোষ্ঠীগুলো শুধুমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের উপর সহিংসতা চালাচ্ছে, যার শিকার প্রায়শই মুসলমানরা।

এদের কাজের কাঠামোগত তিনটি স্তর রয়েছে:

- **চিন্তাগত (Ideological):** সাভারকার, গোলওয়ালকার প্রমুখ নেতার তত্ত্ব।
- **সাংগঠনিক (Organizational):** RSS ও অন্যান্য শাখা সংগঠনের কার্যক্রম।চ
- **রাষ্ট্রীয় (State):** BJP-এর মাধ্যমে সরকারে ক্ষমতা লাভ ও আইন প্রণয়ন।

এই কাঠামো মুসলিমদের নাগরিক অধিকার সংকুচিত করার চেষ্টা করে। যেমন: নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (CAA), জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (NRC), এবং মসজিদ দখল বা গরু জবাই নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি।

২.৩ হিন্দুত্ববাদ বনাম হিন্দু ধর্ম

অনেক সময় "হিন্দুত্ববাদ" (Hindutva) ও "হিন্দু ধর্ম" (Hinduism) শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহৃত হলেও, এই দুইয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। হিন্দু ধর্ম একটি প্রাচীন ধর্মীয় ব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে রচিত। এটি মূলত ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতা, পূজা-পদ্ধতি ও নৈতিক শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করে।

অন্যদিকে, হিন্দুত্ববাদ (Hindutva) একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যার উদ্দেশ্য হলো ভারতকে একটি হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করা। এটি হিন্দু ধর্মকে ব্যবহার করে একধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক দিককে বাদ দিয়ে, হিন্দুত্ববাদ কেবলমাত্র একটি সংস্কৃতিগত পরিচয়কেই বড় করে দেখে—যা ইসলাম, খ্রিস্টান বা অন্যান্য ধর্মকে 'বিদেশি' বা 'বিপদ' হিসেবে বিবেচনা করে এবং হিন্দুত্ববাদ ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে একধরনের রাজনৈতিক উগ্রতা তৈরি করে যা মুসলিমদের জন্য একটি বাস্তব হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিভাজন না বুঝলে মুসলমানদের জন্য বিপদ আরও ঘনীভূত হবে। ফলে, এই পার্থক্য বোঝা এবং হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

তুলনামূলক চিত্র: হিন্দু ধর্ম বনাম হিন্দুত্ববাদ

বিষয়	**হিন্দু ধর্ম**	**হিন্দুত্ববাদ**
ধরণ	ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ	রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী মতবাদ
মূল উৎস	বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ	সাভারকার, গোলওয়ালকার, RSS-এর মতবাদ
উদ্দেশ্য	মোক্ষ বা আত্মার মুক্তি	হিন্দু আধিপত্য ও একজাতিক রাষ্ট্র গঠন
আচরণ	সহনশীল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপাসনা	আগ্রাসী, গোষ্ঠিকেন্দ্রিক রাষ্ট্রনীতি, একধর্ম আধিপত্যবাদী
ইসলামের প্রতি মনোভাব	মাঝে মাঝে সহনশীল, ইতিহাসে সহাবস্থান	বিদ্বেষমূলক ও বহিষ্কারধর্মী মনোভাব
মূল প্রতিষ্ঠান	মন্দির, আশ্রম, আধ্যাত্মিক গুরু	RSS, BJP, VHP, Bajrang Dal

অর্থাৎ, হিন্দুত্ববাদ হিন্দু ধর্মের উগ্র বিকৃত রাজনৈতিক রূপ, যা ইসলামের বিপরীতে এক সাংঘর্ষিক মতবাদ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

২.৪ আধুনিক ভারতের হিন্দুত্ববাদি রাষ্ট্র নির্মাণ

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ১৯৯০-এর দশক থেকে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন শুরু হয়, তা ২০১৪ সালের পর একটি নতুন চূড়ায় পৌঁছায়। এই সময়ে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শকে রাষ্ট্রীয় নীতির মূলধারায় রূপান্তর করা হয়—যার নেতৃত্বে রয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) এবং তার আদর্শিক ভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (RSS)।

২০০০ সালের পর থেকে ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদ ক্রমে মূলধারায় পরিণত হয়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠনের পর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার কাজ গতি পায়।

রাষ্ট্রীয় স্তরে হিন্দুত্ববাদের প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপ:

ক. রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নির্বাচন: ২০১৪ ও ২০১৯ সালে BJP-এর নিরংকুশ বিজয় হিন্দুত্ববাদীদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি তুলে দেয়। নির্বাচনী প্রচারে বারবার "হিন্দু ভোটব্যাংক" গঠনের কথা বলা হয়, যা ধর্মীয় বিভাজনের কৌশল।

খ. আইন ও সংবিধানে হস্তক্ষেপ: CAA (Citizenship Amendment Act) ২০১৯, এই আইন মুসলিমদের বাদ দিয়ে হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধদের নাগরিকত্ব দেওয়ার পথ করে। NRC (National Register of Citizens), মুসলিমদের রাষ্ট্রবিহীন করে তোলার পরিকল্পনার অংশ। Article 370 বাতিল (কাশ্মীর), এই আইনের অধীনে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বিলুপ্ত করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

গ. শিক্ষা ও ইতিহাসে পুনর্লিখন: পাঠ্যবইয়ে মুসলিম শাসকদের ভূমিকা খাটো করে দেখানো হয় এবং হিন্দু পুরাণকে “ইতিহাস” হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

ঘ. গণমাধ্যম ও সংস্কৃতিতে নিয়ন্ত্রণ: জাতীয় মিডিয়া ও চলচ্চিত্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বার্তা প্রচার। “লাভ জিহাদ”, “গরু হত্যা”, “ঘর ওয়াপসি” ইত্যাদি শব্দ দিয়ে ইসলামভীতিকে প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ. জনমানসে বিদ্বেষ ছড়ানো: মুসলমানদের "বিদেশি", "দেশবিরোধী", "সন্ত্রাসী" ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে একধরনের সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা। গণপিটুনি ও হেট ক্রাইমের ঘটনাও ব্যাপক হারে বেড়েছে।

চিত্র ২.১: ২০১৪-২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র নির্মাণের টাইমলাইন

২০১৪	বিজেপি ক্ষমতায় আসে	নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদীরা প্রথমবার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়
২০১৫	“গরু রক্ষা” অভিযান	মুসলিমদের বিরুদ্ধে “গরু হত্যা” অভিযোগে গণপিটুনির ঘটনা বাড়ে

২০১৭	যোগী আদিত্যনাথ মুখ্যমন্ত্রী	উত্তর প্রদেশে উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ
২০১৯	CAA (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) পাস হয়	মুসলিমদের বাদ দিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীদের নাগরিকত্বের পথ উন্মুক্ত হয়
২০১৯	কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল (Article 370)	মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল কেন্দ্রশাসিত করা হয়
২০২০	দিল্লি দাঙ্গা	মুসলিমবিরোধী সহিংসতায় বহু মানুষ নিহত হয়
২০২১	"ঘর ওয়াপসি" প্রচারণা	মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মান্তরিতদের জোরপূর্বক হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা
২০২২	হিজাব নিষিদ্ধ আন্দোলন	মুসলিম নারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা (বিশেষ করে কর্ণাটকে)
২০২৩	পাঠ্যবই পরিবর্তন	মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতি বাদ দেওয়া শুরু হয়
২০২৪	বুলডোজার রাজনীতি	মুসলিমদের বসতিতে সরকারি অনুমতি ছাড়াই ভাঙচুর বেড়ে যায়
২০২৫ জানুয়ারি	মহা কুম্ভ ও হিন্দুত্ববাদী সিদ্ধান্ত	হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে রাজনৈতিক এজেন্ডা বিস্তারের পরিকল্পনা
২০২৫ মার্চ	নাগপুর সহিংসতা	অরঙ্গজেবের সমাধি অপসারণের দাবিতে মুসলিমবিরোধী সহিংসতা

২০২৫ এপ্রিল	ওয়াকফ (সংশোধন) আইন পাস	মুসলিম সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি
২০২৫ মে	পাহালগাম হামলা ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়া	সন্ত্রাসবাদকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ৬০+ বিদ্বেষমূলক হামলা

এই সময়রেখা দেখায় যে, হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো ধাপে ধাপে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে দুর্বল করে একটি হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি স্থাপন করছে। প্রতিটি পদক্ষেপে মুসলিম সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার সংকুচিত হচ্ছে। সম্প্রতি ২০২৫ সালে ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়া আরও সুসংগঠিত ও আগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকার হুমকির মুখে পড়েছে। ইসলামের আলোকে এই জুলুম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা জরুরি।

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসন

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র, যার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে ইসলামী চেতনা ও ঐতিহ্যের উপর। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকে ভারতের উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ—হিন্দুত্ববাদ—এই অঞ্চলে তার প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তারের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তা বাংলাদেশের জন্যও সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণে আনাই হলো এদের মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়াও বাংলাদেশ ভারত দ্বারা প্রায় তিনদিক থেকে পরিবেষ্টিত। এই ভূ-অবস্থানের কারণে ভারত চায় বাংলাদেশকে তার রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতার মধ্যে রাখতে। হিন্দুত্ববাদী শক্তি এটি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছে এবং বাংলাদেশকে

একটি “নরম ফ্রন্ট” হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, যেখানে তাদের মতাদর্শিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সহজ হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন বহুমাত্রিক। একদিকে সীমান্ত এলাকায় চলমান হত্যা ও সহিংসতা, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের মূল্যবোধে আঘাত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাব্যবস্থার ভিতরেও দেখা যাচ্ছে একটি সূক্ষ্ম পরিবর্তন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামী চিন্তা থেকে বিচ্যুত করার ইঙ্গিত বহন করে।

এই অধ্যায়ে আমরা এই আগ্রাসনের চারটি প্রধান রূপ—সীমান্ত হত্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক আধিপত্য এবং শিক্ষায় প্রভাব—বিশ্লেষণ করব।

৩.১ সীমান্ত হত্যা ও সহিংসতা

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘ স্থলসীমান্ত (প্রায় ৪,০৯৬ কিমি), যা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবর্তে প্রতিনিয়ত উত্তেজনা, সহিংসতা এবং প্রাণহানির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। প্রতিবছর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স-BSF)-এর গুলিতে বহু বাংলাদেশি নিহত ও আহত হন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিহতরা হন কৃষক, গরু চারণকারী যুবক, দিনমজুর বা স্থানীয় বাসিন্দা, যারা সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে। ভারত দাবি করে তারা চোরাচালান রোধ করছে, অথচ প্রমাণিত হয়েছে—নিহতদের অনেকেই ছিলেন নিরীহ। বিএসএফ (BSF) কর্তৃক বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর গুলি বর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আন্তর্জাতিকভাবে উদ্বেগজনক হলেও ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির হিন্দুত্ববাদী মনোভাবের কারণে এসব ঘটনা বারবার উপেক্ষিত হচ্ছে।

২০১০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সীমান্তে মোট ৪৯৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ, গুলি করে হত্যা, এমনকি নির্যাতন করে হত্যা। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সীমান্ত হত্যাকে জায়েজ করতে ভারতীয় বিএসএফ প্রায়শই ‘আত্মরক্ষা’ ও ‘বাধ্যবাধকতা’র অজুহাত তুলে ধরে। ২০২২ সালের জুলাই মাসে ভারতের সীমান্তরক্ষা বাহিনীর তৎকালীন মহাপরিচালক পঙ্কজ কুমার সিং প্রকাশ্যে দাবি করেন যে নিহত বাংলাদেশিরা মাদক ও পশু

চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই মনোভাব থেকে ধারণা পাওয়া যায়, বিএসএফ বিচার প্রক্রিয়া উপেক্ষা করে একতরফাভাবে ‘অপরাধী’ চিহ্নিত করে প্রাণঘাতী পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের চরম লঙ্ঘন।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি:

কেস স্টাডি ১: ফেলানি খাতুন হত্যা (২০১১)

২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি, ১৫ বছর বয়সী ফেলানি খাতুন তার বাবার সঙ্গে ভারতের আসাম রাজ্য থেকে বাংলাদেশে ফেরার সময় কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত হন। সীমান্তের কাঁটাতারে আটকে পড়ার পর তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়, এবং তার মরদেহ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঝুলে থাকে। পরে তার ঝুলন্ত লাশের ছবি আন্তর্জাতিকভাবে সমালোচনার ঝড় তোলে। ভারত এই ঘটনায় ফেলানির হত্যাকারী বিএসএফ সদস্য অমিয়া ঘোষকে বিএসএফের অভ্যন্তরীণ আদালতে দুইবার খালাস দেওয়া হয়।

কেস স্টাডি ২: জয়ন্ত কুমার সিংহ (২০২৩)

২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে, ১৫ বছর বয়সী জয়ন্ত কুমার সিংহ ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত হন। নিহতের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধমূলক অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, তবুও তাকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সীমান্তে বিএসএফের দ্বারা সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তবে, এই ঘটনার বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

কেস স্টাডি ৩: লিটন মিয়া হত্যা (২০২৪)

২০২৪ সালের ২৫ মার্চ, বাংলাদেশের এক যুবক লিটন মিয়া ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ওএমসিটির (OMCT) দৃষ্টিগোচর হয় এবং তারা এই হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের জন্য জোর দাবি জানায়। লিটন মিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর, মানবাধিকার সংস্থাগুলো সীমান্তে বিএসএফের দ্বারা সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। তবে, এই ঘটনার বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

কেস স্টাডি ৪: স্বর্ণা দাস হত্যা (২০২৪)

২০২৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর রাতে, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার লালারচক সীমান্ত এলাকায়, ১৪ বছর বয়সী কিশোরী স্বর্ণা দাস ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর গুলিতে নিহত হন। স্বর্ণা তার মায়ের সঙ্গে ভারতের ত্রিপুরায় বসবাসরত ভাইকে দেখতে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় দুই দালালের সহায়তায় তারা সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। রাত ৯টার দিকে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে পৌঁছালে বিএসএফ সদস্যরা

তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালান, এতে স্বর্ণা ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং সঙ্গে থাকা অন্যরা আহত হন । ঘটনার পর, বিএসএফ স্বর্ণার মরদেহ নিয়ে যায় এবং ৪৫ ঘণ্টা পর বিজিবির সঙ্গে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তা হস্তান্তর করে । বাংলাদেশ সরকার এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ভারতের হাই কমিশনে প্রতিবাদপত্র পাঠায়, যেখানে সীমান্তে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত বলে উল্লেখ করা হয় ।

কেস স্টাডি ৫: মো. কামাল হোসেন (২০২৪)

২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর, কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার মো. কামাল হোসেন ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানায়। বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছে এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানায়। তবে, এই ঘটনার বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

এমন সুপরিকল্পিত সীমান্ত হত্যাকান্ড হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে প্রতিনিয়ত ঘটেই চলেছে।

বিগত এক দশকে সীমান্তে হত্যা ও সহিংসতা শুধুমাত্র নিরাপত্তার নামে জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণের প্রতিফলন নয়; বরং তা একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত আচরণ এবং হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় মনোভাবেরই প্রকাশ। বাংলাদেশ সরকারের একাধিক প্রতিবাদ ও কূটনৈতিক বার্তালাপ সত্ত্বেও বিএসএফের দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। মুসলিম হিসেবে এ ধরনের যুলুম ও হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া ঈমানি দায়িত্বের অংশ।

৩.২ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও মিডিয়া দখল

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে গঠিত। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো কেবল রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে নয়, বরং সাংস্কৃতিক মাধ্যমেও বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবণতাকে একটি পরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলা যায়, যার লক্ষ্য হলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের চিন্তা-চেতনা, রুচি, মূল্যবোধ ও জীবনধারাকে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী ধারার সঙ্গে ধীরে ধীরে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা।

ভারতীয় মিডিয়ার একতরফা প্রভাব:

বাংলাদেশে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ ভারতীয় টিভি চ্যানেল ও সিরিয়াল দেখে। বিশেষত হিন্দি ও বাংলা ভাষার উপস্থাপনাগুলোতে যেসব ধর্মীয় অনুষঙ্গ, রীতি ও জীবনধারা

তুলে ধরা হয়, তা মূলত হিন্দু ধর্ম ও পৌত্তলিক সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে নির্মিত। এইসব কনটেন্ট মুসলিম শিশু-কিশোর, এমনকি তরুণদের মনোজগতে প্রভাব ফেলছে। উদাহরণ:

- ভারতীয় সিরিয়াল ও সিনেমায় শোভা পাওয়া পুজা, আরতি, জন্মাষ্টমী, দীপাবলির মতো ধর্মীয় আচার বাংলাদেশের গৃহস্থালী সংস্কৃতিতেও ঢুকে পড়ছে।
- হিন্দি ভাষার প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণের ফলে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির আসল রূপটি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় মিডিয়ার বাংলাদেশে প্রভাব: পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ

বাংলাদেশে ভারতীয় টিভি চ্যানেলের দর্শকসংখ্যা-

- ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি চ্যানেল: বাংলাদেশের দর্শকদের মধ্যে Star Jalsha সবচেয়ে জনপ্রিয়, যা ৩১.২% দর্শকের পছন্দ। অন্যান্য জনপ্রিয় চ্যানেলের মধ্যে Zee Bangla (৮.৩%), Discovery (৭.৪%), Star Movies ও Star Plus (প্রতিটি ৫.২%), Sony (৪.৮%), এবং Set Max (৪.৪%) উল্লেখযোগ্য।

- গ্রামীণ বনাম শহুরে দর্শক: গ্রামীণ দর্শকরা দৈনিক গড়ে ৮০ মিনিট ভারতীয় চ্যানেল দেখেন, যা বাংলাদেশের চ্যানেলের চেয়ে ১১ মিনিট বেশি। শহুরে দর্শকরা গড়ে ৭৩ মিনিট ভারতীয় চ্যানেল দেখেন, যা বাংলাদেশের চ্যানেলের চেয়ে ২২ মিনিট বেশি।

ভারতীয় কনটেন্ট থেকে আয়-

- ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন খাত: ২০২৪ সালে ভারতের মিডিয়া ও বিনোদন খাতের আকার ছিল ₹২.৫ ট্রিলিয়ন (প্রায় $২৯.৪ বিলিয়ন), যার মধ্যে ডিজিটাল মিডিয়া সর্ববৃহৎ অংশীদার ছিল, মোট আয়ের ৩২%।

- ক্রিয়েটর ইকোনমি: ভারতে ২–২.৫ মিলিয়ন মনিটাইজড কনটেন্ট ক্রিয়েটর রয়েছে, যারা $৩৫০–৪০০ বিলিয়ন ভোক্তা ব্যয়ে প্রভাব ফেলছে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও অনলাইন প্রভাব

- অনলাইন ভিডিও: ২০২৪ সালে অনলাইন ভিডিও (স্পোর্টস ব্যতীত) ভারতের মোট ভিডিও বাজারের ২৪% দখল করেছে, যা ২০১৭ সালের তুলনায় তিনগুণ বৃদ্ধি।

- গুগল সার্চে ভারতীয় মিডিয়ার প্রাধান্য: গুগল সার্চে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মিডিয়ার কনটেন্ট প্রাধান্য পায়, যা স্থানীয় সাংবাদিকতার জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো দেখায় যে, ভারতীয় মিডিয়া কনটেন্ট বাংলাদেশের দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এর মাধ্যমে ভারত উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক লাভ করছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম:

Facebook, YouTube, Instagram, ও OTT (Netflix, Zee5, Hoichoi) প্ল্যাটফর্মেও ভারতের বিপুল কনটেন্ট বাংলাদেশের বাজার দখল করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় মিডিয়া ও বিজ্ঞাপন নেটওয়ার্কের প্রভাব বাংলাদেশি প্ল্যাটফর্মগুলোর চেয়ে বহু গুণ বেশি। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলোও যেমন Zee News, India Today, Republic TV বাংলাদেশের মুসলিম ভাবমূর্তিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে থাকে। যেমন—মাদ্রাসা শিক্ষা, পর্দা, ইসলামপন্থি আন্দোলন ইত্যাদিকে "গোঁড়ামি" বা "জঙ্গিবাদ" বলে প্রচার করে। এভাবে একটি দীর্ঘমেয়াদী সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে।
হিন্দুত্ববাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলাদেশে একটি নতুন প্রজন্মকে ইসলামি পরিচয় থেকে বিচ্যুত করছে। মিডিয়া এবং বিনোদনের মাধ্যমে এই আগ্রাসন ক্রমেই গভীর হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদে একটি মুসলিম সমাজকে ধর্মহীন ভোগবাদী, সেক্যুলার এবং ভারতকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে।

৩.৩ রাজনৈতিক প্রভাব ও কূটনৈতিক আধিপত্য

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে পারস্পরিক নির্ভরশীল হলেও, সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী এই সম্পর্ককে কৌশলগত নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক ও কৌশলগত অভিপ্রায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় একতরফাভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। এই প্রভাব কেবল দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক কাঠামো, জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপরও সুস্পষ্ট ছাপ ফেলছে।

ক. ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা ও ভারতের কৌশল

বাংলাদেশ ভারতের পূর্ব সীমান্তে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূকৌশলিক অবস্থানে অবস্থিত। ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য একমাত্র বাংলাদেশ হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। এই কারণে ভারত বাংলাদেশকে একটি "সিকিউরিটি বাফার জোন" হিসেবে বিবেচনা করে এবং এখানকার রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামো তার কৌশলগত স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে উঠুক—তা চায় না।

খ. ভারতের হিন্দুত্ববাদী অভ্যন্তরীণ নীতি ও এর বহির্প্রকাশ

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির ক্ষমতা গ্রহণের পর ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে 'হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ' নতুন মাত্রা পায়। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, কৌশলগত অনুপ্রবেশ এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে।

গ. বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতি ও ভারতের ভূমিকা

বিশেষত ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতের শাসক দল বিজেপি ও কূটনৈতিক মহলের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। ভারত চায় বাংলাদেশে এমন একটি সরকার বজায় থাকুক, যেটি ভারতের হিন্দুত্ববাদী নীতিকে প্রশ্ন না তোলে এবং রাজনৈতিকভাবে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। ফলে বাংলাদেশে কোনো বিরোধী মতের রাজনৈতিক অবস্থান বা জাতীয় স্বার্থকেন্দ্রিক মনোভাবকে "ভারত-বিরোধী" বলে ট্যাগ করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভারতের নীরব সমর্থন এবং পরোক্ষ হস্তক্ষেপ নিয়ে নানা মহলে সমালোচনা রয়েছে।

- ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি দেশের প্রধান বিরোধী দল (বিএনপি)। ভারত এই পরিস্থিতিকে 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে এড়িয়ে গেলেও পরোক্ষভাবে সরকারের পক্ষে অবস্থান নেয়।
- ভারতের পররাষ্ট্র সচিব সুব্রামণ্যম জয়শঙ্কর (বর্তমানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ঢাকায় গোপন সফর করে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে কৌশলগত আলাপ করেন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোও ভারতের এই ভূমিকার সমালোচনা করেছে। (উৎস: Al Jazeera, The Wire)
- ভারতের শাসকদল চায় বাংলাদেশে একটি "ভারত-সহনশীল" সরকার দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকুক। এর ফলে গণতান্ত্রিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।
- ভারত তার কৌশলগত স্বার্থ রক্ষার্থে বাংলাদেশের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দিয়ে থাকে, যাতে দেশের শাসনব্যবস্থা "ভারতবান্ধব" থাকে।

- বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে প্রায়শই ভারতবিরোধী আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়।
- এর ফলে দেশে একটি সুস্থ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠার সুযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

ঘ. অসম চুক্তি ও জলসম্পদে বৈষম্য

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি ও সহযোগিতার ইতিহাস দীর্ঘ হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং স্বার্থের অসামঞ্জস্যতা স্পষ্ট। এতে বাংলাদেশের স্বার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ন হচ্ছে। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিশ্লেষণ করা হলো:

তিস্তা পানি চুক্তি: দীর্ঘসূত্রতা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব

তিস্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ২০১১ সালে, চূড়ান্ত খসড়াও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপত্তিকে সামনে রেখে ভারত তা বাস্তবায়নে গড়িমসি করে। ভারতের এই 'অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যা' বাংলাদেশের জন্য একতরফা কূটনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষির জন্য তিস্তার পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুকনো মৌসুমে পানির পরিমাণ ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে হাজার হাজার হেক্টর জমি অনাবাদি থেকে যাচ্ছে।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও কূটনীতিকদের মধ্যে যদি আন্তরিক সদিচ্ছা থাকত, তবে এটি দীর্ঘদিন আগেই বাস্তবায়িত হতো। অথচ ভারতের কাছ থেকে গঙ্গা পানি চুক্তির পরও সমন্বিত নদী ব্যবস্থাপনায় কোনো অগ্রগতি হয়নি। এটি ভারতের একপাক্ষিক মনোভাবকে প্রমাণ করে।

ফেনী নদীর পানি হস্তান্তর: স্বচ্ছতার অভাব ও জনস্বার্থ উপেক্ষা

২০১৯ সালে ফেনী নদীর পানি ভারতের ত্রিপুরাকে দেওয়া হয়, যেখানে কোনো জনগণনির্ভর আলোচনা, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশগত মূল্যায়ন বা সংসদীয় আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়নি। এটি কেবল একটি কূটনৈতিক 'গুডউইল' প্রদর্শন হিসেবে প্রচার করা হলেও বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষার দিকটি উপেক্ষিত থাকে।

এটি আন্তর্জাতিক কূটনীতির মৌলিক নিয়ম "পারস্পরিকতা" এর লঙ্ঘন। নদীসম্পদ হলো জনগণের মালিকানাধীন একধরনের জাতীয় সম্পদ, যা এভাবে একতরফাভাবে হস্তান্তর অনৈতিক ও আত্মঘাতী।

ট্রানজিট সুবিধা: বিনিময়সূত্রে অসমতা

ভারতীয় পণ্য পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ ভূখণ্ড ব্যবহার করছে—সড়কপথ, নৌপথ ও রেলপথে। বাংলাদেশ এর পরিবর্তে সমপরিমাণ সুবিধা পাচ্ছে না। এসব রুটে চলাচলের জন্য সামান্য ফি নেওয়া হয়, যা রক্ষণাবেক্ষণ খরচকেও কাভার করে না।

২০২৩ সালে 'ইন্দো-বাংলা কনটেইনার ট্রানজিট' চুক্তিতে ভারতীয় কনটেইনারবাহী জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে পণ্য খালাস করে উত্তর-পূর্ব ভারতে যাচ্ছে।

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর যোগাযোগের জন্য বাংলাদেশ অতি গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাংলাদেশ নিজে কোনো কৌশলগত সুবিধা পাচ্ছে না। এই ট্রানজিট ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত কৌশলগতভাবে আত্মনির্ভরশীল হচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে 'টেকনিক্যালি সহযোগী, বাস্তবে অনুসারী।'

বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা: অর্থনৈতিক অনিরাপত্তার উৎস

২০২৩ সালের বাণিজ্য পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে **$১২-১৩ বিলিয়ন** মূল্যের পণ্য আমদানি করে, কিন্তু রপ্তানি করে মাত্র **$১.৫ বিলিয়নের** মতো। ২০২৪ সালে ভারতের বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে প্রায় **১১.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** মূল্যের পণ্য। একই বছরে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করেছে প্রায় **১.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** মূল্যের পণ্য। ফলে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ভারতের সাথে প্রায় **৯.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার** বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে।

এই বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতায় বাংলাদেশের শিল্প ও কৃষি খাত ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাজার দখলে ভারতীয় কর্পোরেট গোষ্ঠীর আধিপত্য বাড়ছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কয়েকটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে:

- **অর্থনৈতিক নির্ভরতা:** ভারতীয় পণ্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বাংলাদেশের স্থানীয় শিল্প ও উৎপাদন খাতকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে।
- **বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রার চাপ:** বাণিজ্য ঘাটতির ফলে ডলারের উপর চাপ বাড়ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে প্রভাব ফেলছে।
- **কূটনৈতিক প্রভাব:** বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা ভারতের সাথে কূটনৈতিক আলোচনায় বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে।

ঙ. নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা আধিপত্য

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বহুমাত্রিক হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অস্বস্তিকর মাত্রা হলো—নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিষয়ে ভারতের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা। বিশেষত, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW (Research and Analysis Wing)-এর কার্যক্রম বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

RAW-এর প্রভাব ও তৎপরতা

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া, এমনকি নিরাপত্তা খাতে ভারতের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা RAW সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বলে বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে অভিযোগ এসেছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন ও সহিংসতার পেছনে গোপন কূটনীতি এবং গোয়েন্দা হস্তক্ষেপের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ:

- ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে RAW-এর “সহযোগিতামূলক হস্তক্ষেপ”-এর অভিযোগ বহুবার পত্রপত্রিকায় এসেছে।
- ২০১৪ সালে RAW-এর সাবেক কর্মকর্তা রামকুমার গুপ্তা তার স্মৃতিচারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পুনর্গঠনে RAW-এর ভূমিকা স্বীকার করেন।
- ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন যৌথ প্রশিক্ষণ বা সফরের নামে কৌশলগত নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরাপত্তা চুক্তি ও সেনা সহযোগিতা

সেনা থেকে সেনা সংযোগ (military-to-military cooperation) বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কয়েকটি সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে যৌথ টহল, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সহায়তা। যদিও এগুলোর উদ্দেশ্য আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষা বলা হয়, বাস্তবে এতে ভারতের সামরিক আধিপত্য ও বাংলাদেশকে নিরাপত্তা নির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

সীমান্ত নিরাপত্তায় একতরফা সিদ্ধান্ত

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী BSF প্রায়শই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গুলি চালানো, নির্যাতন বা অপহরণের মতো কাজ করে থাকে, যা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। যদিও

সীমান্ত হত্যা বন্ধে যৌথ বৈঠক হয়, BSF এর "স্বার্থরক্ষার নামে আগ্রাসন" থামেনি। এতে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও একধরনের চাপ ও সংকটের মধ্যে পড়ে।

কৌশলগত কূটনীতি বনাম গোয়েন্দা আধিপত্য

বাংলাদেশের কিছু অংশে ভারতের উপস্থিতি কেবল কূটনৈতিক নয়, বরং তা "স্ট্র্যাটেজিক ডমিনেন্স" (কৌশলগত আধিপত্য) রূপ নিচ্ছে। চীনের প্রভাব কমাতে ভারত বাংলাদেশকে নিজেদের নিরাপত্তা বলয়ে রাখতে চায়, যার ফলে আমাদের নীতিনির্ধারণেও ভারতের প্রভাব রয়েছে। কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়—RAW, NSG, বা IB বাংলাদেশে "ঘনিষ্ঠ গোয়েন্দা সম্পর্ক" বজায় রাখে, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ।

ICT ও ইলেকট্রনিক নজরদারি

প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নিয়ন্ত্রণের রূপ পাল্টেছে। বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক নজরদারি ও ICT নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ একতরফাভাবে ভারতের হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব, সাইবার নিরাপত্তা এবং তথ্য স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়ছে।

ভারতীয় সফটওয়্যার কোম্পানি ও সিকিউরিটি ফার্মগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তথ্যভিত্তিক আধিপত্যের মাধ্যমে 'ডিজিটাল ইমপেরিয়ালিজম' প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হচ্ছে।

ভারতীয় টেলিকম, নেটওয়ার্ক, স্যাটেলাইট ও সফটওয়্যার সংস্থাগুলো বাংলাদেশের ডিজিটাল অবকাঠামোতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রবেশ করার কারণে নিচের মাধ্যমগুলোতে নজরদারির সুযোগ তৈরি হয়েছে—

- আন্তঃরাষ্ট্রীয় ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG)-তে ভারতের নিয়ন্ত্রণ
- মোবাইল নেটওয়ার্ক ও টাওয়ার শেয়ারিং-এ ভারতীয় কোম্পানির অংশগ্রহণ
- ডেটা সেন্টার ও ক্লাউড সার্ভিসে ভারতীয় প্রভাব
- বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি প্রকল্পে ভারতীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের প্রাধান্য

এই নির্ভরতার কারণে বাংলাদেশের জনগণ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার তথ্য তৃতীয় পক্ষের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ:

- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের NIC (National Informatics Centre) এর সফটওয়্যার ব্যবহার
- জাতীয় পরিচয়পত্র বা ই-গভর্ন্যান্স সিস্টেমে বিদেশি সফটওয়্যারের উপস্থিতি
- Pegasus Spyware-এর মতো নজরদারি টুল ব্যবহারের অভিযোগ (বিশ্বজুড়ে আলোচিত, সম্ভাব্য ঝুঁকি)

ভারত তার "ডিজিটাল ইন্ডিয়া" ও "আক্ট ইস্ট পলিসি" বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে। এতে তথ্য ও প্রযুক্তিতে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে ভারতের "সফট-পাওয়ার" বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৪ শিক্ষানীতিতে প্রভাব ও মূল্যবোধের সংকট

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে এমন কিছু পরিবর্তন ও প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অনেকাংশে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি, পাঠ্যবইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্ম বিমুখতা চাপিয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

হিন্দুত্ববাদী কৌশলের নরম উপায়ে বাস্তবায়ন

শিক্ষানীতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সরাসরি রাজনৈতিক আগ্রাসন নয় বরং সাংস্কৃতিক ও মানসিক আগ্রাসনের একটি সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের চিন্তা-ভাবনায় হিন্দুত্ববাদী প্রভাব ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি সরাসরি ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির একটি "soft power" কৌশল, যার মাধ্যমে এক দেশের সাংস্কৃতিক দখল অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে ইসলাম বিমুখতা

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হলেও, পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় উপাদান সংকুচিত করার প্রবণতা "সাম্প্রদায়িক সহনশীলতা" নয় বরং ইসলামফোবিক মানসিকতার প্রতিফলন। এটি ভারতীয় শিক্ষানীতির "ধর্মনিরপেক্ষতা" নামধারী ধর্মবিমুখ আদর্শের ছায়া, যেখানে ইসলামকে হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে দূরে রাখার প্রবণতা রয়েছে।

নৈতিক শিক্ষার দুর্বলতা ও তরুণদের মূল্যবোধের সঙ্কট

চরিত্র গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ—যেমন আমানতদারি, ইনসাফ, তাকওয়া, পরোপকারিতা—এগুলো এখন নীতিহীন সাধারণ বার্তার আকারে এসেছে, যার মাঝে ধর্মীয় উৎস বা গভীরতা অনুপস্থিত। পাঠ্যবইয়ে নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে তরুণ প্রজন্ম ভোগবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতায় প্রবণ হয়ে পড়ছে। এ প্রবণতা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতায় দীর্ঘমেয়াদে বিপর্যয় আনতে পারে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনমূলক বিনোদন (মিডিয়া, সিরিয়াল, গান) এতে বাড়তি জ্বালানি যোগাচ্ছে।

ইসলামী আদর্শ ও চেতনার উপস্থাপন হ্রাস

পাঠ্যবইয়ে আল্লাহর ওপর আস্থা, নবীজীর আদর্শ, ইসলামী ইতিহাস ও সাহাবিদের চরিত্র গঠনের দিকগুলো পূর্বে যে গুরুত্ব পেত, তা অনেক ক্ষেত্রে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা কম গুরুত্বসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে কৌশলে কটূক্তিমূলক বিষয়বস্তু সংযোজন করা হচ্ছে। যেমনঃ নারীদের পর্দা।

মৌলিক আকীদা ও বিশ্বাসের অবহেলা

ছাত্ররা প্রাথমিক স্তরে ইসলামের পাঁচটি রুকন, ঈমান ও আকীদার মৌলিক শিক্ষা কম পাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে গভীর সংকট

ইসলাম শিক্ষা, জ্ঞান ও মূল্যবোধকে কেবল তথ্যগত শিক্ষা নয়, আখলাক ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মানুষ গঠনের প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ্যবইয়ে ইসলামের ভূমিকা কমানো শুধু অবিচার নয় বরং আখলাকি দুর্বলতা ও আত্মপরিচয়হীনতার জন্ম দেয়, যা মুসলিম সমাজের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত।

ইসলামী ইতিহাসের ভূমিকা খাটো করা

বাংলাদেশ ও উপমহাদেশে ইসলামী শাসনের গৌরবময় অধ্যায়, আলিম-উলামাদের শিক্ষা আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে না।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অগ্রাধিকার

পাঠ্যবইয়ের ভাষা ও উদাহরণে ভারতীয় সাংস্কৃতিক উপাদান, দেবদেবীর নাম, হিন্দু ধর্মীয় গল্প, এবং ভারত-প্রভাবিত চরিত্র বা উৎসবের ছবি যুক্ত হচ্ছে, যা একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের শিক্ষানীতিতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রমাণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধেও বিকৃতির অভিযোগ

ইসলামী দল বা আলেম-ওলামা যারা তৎকালীন সমাজে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদের ভূমিকা বাদ দিয়ে একমুখী বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। একে “Selective History Construction” বলা যায়, যা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন

যদি কোনো দেশের শিক্ষানীতি এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে তা অন্য রাষ্ট্রের আদর্শ ও দর্শনের ছায়ায় চলে, তবে রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে। একে “নব্য উপনিবেশিকতা” বা *neo-colonial education policy orientation* বলা যায়। বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে হিন্দুত্ববাদী ও ভারতমুখী প্রভাব যতটা নীরব, ততটাই গভীর। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা, চেতনা ও আত্মপরিচয়ে পরিবর্তন আনতে পারে—যা ধর্মীয়,

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে আত্মঘাতী। তাই এখনই প্রয়োজন সচেতনতা ও দৃঢ় নীতিগত পদক্ষেপ।

৩.৫ ইসকনের ভূমিকা ও ধর্মীয় আগ্রাসন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ-International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) একটি ধর্মীয় সংগঠন হিসেবে পরিচিত হলেও, দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটি হিন্দুত্ববাদের একটি সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম শুধুমাত্র ধর্মীয় চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি সুপরিকল্পিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং কৌশলগত উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রম ঘিরে একাধিক বিতর্ক ও প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কিছু স্কুলে খাবার বিতরণ কর্মসূচির সময় ‘হরে কৃষ্ণ’ মন্ত্র পাঠ করানো নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্ক ছড়ায়, যদিও ইসকনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে এটি কেবল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার একটি বিদ্যালয়ে ঘটেছে এবং এটি ইচ্ছাকৃত নয়। তারা আরও জানায় যে, ইসকন শুধুমাত্র হিন্দুদের নয়, বরং সকল ধর্মের মানুষকে সমভাবে সম্মান জানায় এবং তাদের কার্যক্রম মূলত মানবিক সেবা কেন্দ্রিক।

তবে বিভিন্ন সময় ইসকনকে ঘিরে বেশ কিছু অশান্তি ও সহিংস ঘটনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০১৬ সালে সিলেটের এক মসজিদের মুসল্লিদের ওপর ইসকন মন্দির থেকে গুলি বর্ষণের ঘটনা, এবং ঢাকার স্বামীবাগে তারাবির নামাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগসহ, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হিন্দু প্রতিষ্ঠান ‘প্রবর্তক সংঘ’ ইসকনকে ‘উগ্রবাদী’ ও ‘ধর্মবিরোধী’ বলেও অভিহিত করেছে।

এছাড়াও প্রায়ই ইসকন মন্দির নির্মাণ ও ইসকনের কার্যক্রম নিয়ে ইসকন ও স্থানীয় জনগণ এবং সরকারের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে।

ইসকনের সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, জমি দখল, যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যা তাদের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এমনকি বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকের সাথেও তাদের দ্বন্দ্ব দেখা গেছে।

২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে বুয়েটের শেরে বাংলা হলে দ্বিতীয় বর্ষের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অমিত সাহা ইসকন এর সদস্য ছিলেন।

২০২৪ সালে ইসকনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরু চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেপ্তার করা হলে, তার অনুসারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ঘটে এবং চট্টগ্রাম আদালত চত্বরে

সাইফুল ইসলাম আলিফ নামের এক সরকারি কৌঁসুলিকে হত্যার ঘটনা ঘটে। এসময় আদালত এলাকার মসজিদসহ বেশ কয়েকটি স্থাপনা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে সারাদেশে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যদিও ইসকন এই ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতা অস্বীকার করেছে।

অধ্যায় ৪: হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের প্রকৃতি ও প্রভাব

হিন্দুত্ববাদের মূল লক্ষ্য শুধুমাত্র ভারতের অভ্যন্তরে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয়; বরং দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা ও আধিপত্য বিস্তারের একটি কৌশলগত প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করছে। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই অধ্যায়ে আমরা হিন্দুত্ববাদের বাস্তবায়ন কৌশল, বিভিন্ন খাতে এর প্রভাব এবং মুসলিম সমাজের উপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পর্যালোচনা করব।

৪.১ হিন্দুত্ববাদের বাস্তবায়ন কৌশল

হিন্দুত্ববাদ কেবল একটি আদর্শিক মতবাদ নয়, বরং এটি সাংগঠনিকভাবে রূপায়িত একটি দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক প্রকল্প। RSS, BJP, VHP, এবং অন্যান্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনের মাধ্যমে এটি সুনির্দিষ্ট কৌশলে বাস্তবায়ন করা হয়। এই কৌশলের মধ্যে রয়েছে:

- **সাংস্কৃতিক আধিপত্য কায়েম:** পাশের দেশগুলোতে হিন্দু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া, পশ্চিম বাংলা, বলিউড, সিরিয়াল ও উৎসব-ভিত্তিক প্রভাব। সিনেমা, কার্টুন, সামাজিক মাধ্যমে হিন্দু আচার, মিথ ও মূল্যবোধকে "সাধারণ" ও "গ্রহণযোগ্য" হিসেবে উপস্থাপন করা।
- **রাজনৈতিক মিত্র খোঁজা:** এমন সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে সহায়তা করা যারা ভারতবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে না।
- **সীমান্তে সন্ত্রাস ও ভয়ভীতি:** প্রতিবেশী দেশের মুসলিম জনগণকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা ও ভারতমুখী অনুগত নীতিমালা বাধ্যতামূলক করা।
- **প্রোপাগান্ডা ও মিডিয়া কৌশল:** ভারতীয় সংবাদমাধ্যম, ইউটিউব, সিরিয়াল ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশসহ আশেপাশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে দ্বিধা ও আত্মপরিচয়ের সংকট তৈরি।

৪.২ সীমান্তে মুসলিম নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড

BSF কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায়শই মানুষকে হত্যা করা হয়। বেশিরভাগই মুসলিম, যাদেরকে কোনো বিচার ছাড়াই গুলি করে হত্যা করা হয়। “সেল্ফ-ডিফেন্স” ও “ক্রাইমের সাথে জড়িত”—এই ধরণের অজুহাত দিয়ে হত্যাকাণ্ডকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা চলে। উদাহরণস্বরূপ:

- জুলাই ২০২২: BSF প্রধান নিহতদের "ক্রিমিনাল" বলে দাবি করেন, বিচার ছাড়াই তাদের হত্যার যৌক্তিকতা দেখান।
- স্বর্ণা দাস ও ফেলানী হত্যাকাণ্ড: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করেও ভারতীয় বাহিনী দায় স্বীকার করেনি।

এটি হিন্দুত্ববাদী নীতি অনুযায়ী মুসলিমদের প্রতি “বিদ্বেষমূলক নিরাপত্তা নীতি”র প্রতিফলন।

৪.৩ বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

হিন্দুত্ববাদের সবচেয়ে নরম কিন্তু গভীর আক্রমণ হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এর কিছু বৈশিষ্ট্য:

- **টলিউড-বলিউড ও সিরিয়ালের দখল:** বাংলাদেশি চ্যানেল ও ইউটিউব জুড়ে পশ্চিম বাংলা, হিন্দি ভাষা, হিন্দু উৎসব, ভারতীয় পোশাক ও গানে অতি মাত্রায় প্রভাব বিস্তার।
- **হিন্দু ধর্মীয় আচার ও কাহিনী প্রচার:** শিশুকিশোরদের পাঠ্যবই, কার্টুন, এমনকি বিজ্ঞাপনের ভেতরেও ভারতীয় হিন্দু ভাবধারা উপস্থাপন।
- **“ধর্মনিরপেক্ষতা”-এর নামে ইসলামী সংস্কৃতি দমন:** ইসলামিক সংস্কৃতির প্রচারণা কমে যাচ্ছে, ইসলামী পোশাক নিয়ে উপহাসের প্রবণতা বাড়ছে।

৪.৪ মিডিয়া ও রাজনৈতিক প্রভাব

- **প্রবেশযোগ্য সংবাদ মাধ্যম দখল:** ভারতের মিডিয়া বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, যার মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছড়ানো হচ্ছে।
- **“নিরপেক্ষতা”র আড়ালে ভারতের একপাক্ষিক প্রচার:** ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বুদ্ধিজীবীদের ভাষায় পরিবেশন করে সাধারণ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করা হয়।

- **রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার ভারতপ্রীতি:** অনেকসময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম ভারতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে থাকে।

৪.৫ শিক্ষা ও নীতিনির্ধারণে প্রভাব

- **পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় উপাদান কমানো:** ইসলামী আদর্শ, ইতিহাস, নবী-রসূল ও সাহাবিদের চরিত্রগত শিক্ষা কমানো হয়েছে।
- **ভারতীয় সংস্কৃতির উপস্থাপন বৃদ্ধি:** হিন্দু ধর্মের আচার, পৌরাণিক কাহিনী, ভারতীয় উৎসব পাঠ্যবইয়ে জায়গা করে নিচ্ছে।
- **ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলামের ভূমিকাকে উপেক্ষা:** মুসলিম শিক্ষার্থীদের আকীদা ও নৈতিকতা ধীরে ধীরে দুর্বল করা হচ্ছে।

৪.৬ রাজনৈতিক চাপ ও বন্ধুত্বের নামে আধিপত্য

- **নির্বাচনকে প্রভাবিত করা:** ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকার বাংলাদেশের নির্বাচনে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের পছন্দসই সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে চায়।
- **বন্ধুত্বের নামে চুক্তির ভারসাম্যহীনতা**: তিস্তা চুক্তি আটকে রাখা, ফেনী নদীর পানি নিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত, বাণিজ্যে বিশাল ঘাটতি, ট্রানজিট সুবিধার বিনিময়ে বাংলাদেশ কিছুই পাচ্ছে না।
- **RAW ও নিরাপত্তা হস্তক্ষেপ**: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইস্যুতেও ভারতের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়, যা এক ধরনের আধিপত্যের বহিঃপ্রকাশ।

এই অধ্যায়টি হিন্দুত্ববাদের বৈশ্বিক প্রকল্পের বাংলাদেশের ভেতরে কৌশলগত বাস্তবায়ন এবং তার বহুমাত্রিক প্রভাবের একটি সুসংহত চিত্র তুলে ধরে।

অধ্যায় ৫: ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুত্ববাদের প্রতিরোধ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা শুধুমাত্র ইবাদতের নয় বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনেও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে। সমসাময়িক বিশ্বে হিন্দুত্ববাদ একটি উগ্র জাতিগত মতবাদ হিসেবে মুসলিমদের জন্য একটি কার্যকর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামী চেতনা ও আদর্শ অনুসারে প্রতিরোধ কৌশল অনুসন্ধান অত্যন্ত সময়োপযোগী ও জরুরি। নিচে প্রতিরোধের কিছু দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৫.১ যুলুম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

ইসলামে যুলুম তথা নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোনো জাতি বা গোষ্ঠী অন্যদের ওপর অকারণে আঘাত করলে তার প্রতিরোধ করা ইসলামী শরীয়তের একটি মৌলিক নির্দেশনা। ইসলাম জুলুমকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:
"তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করো না" (সহীহ মুসলিম, ২৫৭৭)
আরও বলা হয়েছে:
"আর যারা নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিরোধ করে, তাদের উপর কোন অভিযোগ নেই"
(সূরা আশ-শূরা, আয়াত ৪১)

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা:

“আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না।” (সূরা বাকারা, ২:১৯০)
“যখন যুলুম দেখা যাবে, তখন তাকে প্রতিহত করো। নচেৎ আল্লাহর শাস্তি সকলের উপর এসে পড়বে।” (তিরমিযী)
হিন্দুত্ববাদ যেভাবে মুসলিম নিধন, মসজিদ ভাঙচুর ও ধর্মীয় অবমাননা করছে, সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মুসলিম হত্যা, ভারতে মুসলিমদের নাগরিকত্ব সংকট, হিজাব নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু রাজনৈতিক ইস্যু নয়, বরং মুসলমানদের প্রতি যুলুমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইসলাম যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে শুধু অনুমোদনই দেয়নি, বরং তা দায়িত্ব হিসেবে আরোপ করেছে। এগুলোর বিরুদ্ধে কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং আদর্শিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা আবশ্যক।

৫.২ উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির নির্দেশনা

উম্মাহর ঐক্য ইসলামের অন্যতম মৌলিক নীতি। আল্লাহ বলেন:
"তোমরা সবাই একসাথে আল্লাহর রজ্জু (দীন) আঁকড়ে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৩)
“মুমিনগণ পরস্পরের ভাই।”
(সূরা হুজুরাত: ১০)

ইসলাম উম্মাহর মাঝে একতা বজায় রাখাকে ঈমানের অংশ হিসেবে দেখে। হিন্দুত্ববাদ মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়; তাই মুসলিমদের উচিত পারস্পরিক মতপার্থক্য ভুলে উম্মাহর স্বার্থে একতাবদ্ধ হওয়া।

বাস্তব প্রয়োগ:

- ওআইসি (OIC- Organisation of Islamic Cooperation) প্ল্যাটফর্মে সক্রিয় ভূমিকা
- মুসলিম এনজিও, স্কলার, ও মিডিয়ার সমন্বিত পদক্ষেপ
- বয়কট ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতে ঐক্য

৫.৩ ইসলামি আত্মরক্ষা নীতি ও প্রতিরোধ

ইসলামে আত্মরক্ষা বৈধ, বিশেষত যখন দীন, জীবন বা সম্মানের উপর আঘাত আসে। আল্লাহ বলেন:
"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে (আত্মরক্ষার জন্য), কারণ তাদের উপর যুলুম করা হয়েছে..." (সূরা হজ, আয়াত ৩৯)
আত্মরক্ষা কেবল অস্ত্র নয়; বরং সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও মিডিয়া আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায়ও ইসলাম প্রতিরোধের অনুমতি দিয়েছে।

প্রয়োগ:

- মিডিয়ায় ইসলামী বয়ান প্রচার
- সাংস্কৃতিকভাবে মুসলিম পরিচয় সংরক্ষণ
- রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম জনগণের অধিকার সংরক্ষণ

৫.৪ হিকমাহ ও দাওয়াতের মাধ্যমে প্রতিরোধ

ইসলাম কেবল শক্তির মাধ্যমে নয়, হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও নরম আচরণের মাধ্যমে প্রতিরোধকে উৎসাহিত করে:
"তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমাহ ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)
হিন্দুত্ববাদ কেবল সন্ত্রাস নয়, বরং আদর্শিক বিপদ। তাই মুসলমানদের উচিত হিকমাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধের মাধ্যমে সত্যের দাওয়াত প্রদান। মিডিয়া, শিক্ষা, দাওয়াত ও সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি ইতিবাচক, বিশ্বাসভিত্তিক ও আত্মপ্রত্যয়ী মুসলিম পরিচয় গড়ে তোলাও প্রতিরোধের একটি অংশ।

উদাহরণ:

- দাওয়াতি মিডিয়া (Peace TV, OnePath)
- পডকাস্ট, লেখালেখি, প্রবন্ধ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন
- আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে ভুল ধারণা দূর
- মাঠ পর্যায়ে দাওয়াতি কাজ করা

৫.৫ মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিশুদ্ধতা

প্রতিরোধ শুধু বাহ্যিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও জরুরি। মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস, পরিচিতি ও আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

"আল্লাহ এমন কোন জাতিকে পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তন করে।" (সূরা রা'দ, আয়াত ১১)

প্রতিরোধে সফলতা অর্জনের পূর্বশর্ত হলো: আত্মশুদ্ধি, চিন্তার স্বাধীনতা, ইসলামী পরিচয়ে দৃঢ়তা। হিন্দুত্ববাদের ফাঁদ হলো: মুসলমানদের ভেতরেই ইসলামবিদ্বেষ সৃষ্টি করা।

সমাধান:

- মুসলিম তরুণদের ইসলামি শিক্ষায় দীক্ষিত করা
- আত্মপরিচয়ের বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণা
- দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি

৫.৬ ইসলামের আলোকে প্রতিরোধের ধরণগুলো

- সাংবাদিকতা ও লেখনীর মাধ্যমে জবাব
- আইনি ও কূটনৈতিকভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ
- আন্তর্জাতিক মুসলিম সংগঠনগুলোর সমর্থন আদায়
- শিক্ষা ও সচেতনতার প্রসার
- সম্প্রীতির ভিত্তিতে প্রতিবেশী জাতির মাঝে ইসলামের বার্তা পৌঁছে দেওয়া
- ইসলামি সংস্কৃতি পালন ও রক্ষা করা
- চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ (শর্তসাপেক্ষে)

ইসলাম প্রতিরোধকে শুধুমাত্র অস্ত্র নির্ভর নয়, বরং একটি বহুমাত্রিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করে। হিন্দুত্ববাদের মতো আধিপত্যবাদী, জাতিবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে আমাদের হিকমাহ, ঐক্য, আত্মরক্ষা, আদর্শিক প্রস্তুতি এবং দাওয়াতি কৌশল একসাথে কাজে লাগাতে হবে।

অধ্যায় ৬: আমাদের করণীয়

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে, বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের সম্প্রসারণ শুধু একটি রাজনৈতিক প্রকল্প নয়, বরং এটি একটি আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক অভিযান। এর লক্ষ্য হচ্ছে—ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদকে পেছনে ফেলে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোতেও একধরনের 'হিন্দু আধিপত্য' প্রতিষ্ঠা করা। এই আগ্রাসনের বহুমাত্রিক প্রভাব আজ সীমান্ত হত্যা, সাংস্কৃতিক দখল, মিডিয়া প্রভাব, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষানীতিতে হস্তক্ষেপের মতো বাস্তবতায় দৃশ্যমান।
এই পরিস্থিতি কেবল প্রতিরোধ দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়—বরং ইসলামি নীতির আলোকে গঠিত একটি সুসংহত ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের প্রয়োজন। কুরআন ও সুন্নাহর দিকনির্দেশনায় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সচেতনতা, ঐক্য, আত্মনির্ভরতা ও দাওয়াতি উদ্যোগের মাধ্যমে একটি আদর্শিক ও বাস্তবভিত্তিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করব—ইসলামী নীতির আলোকে মুসলমানদের করণীয় কী হতে পারে।

৬.১ ইসলামি জ্ঞান ও আত্মপরিচয়ের পুনর্জাগরণ

হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের মুখে মুসলমানদের সর্বপ্রথম করণীয় হলো—নিজস্ব বিশ্বাস, ইতিহাস ও পরিচয় সম্পর্কে গভীর সচেতনতা অর্জন। আত্মপরিচয়হীন একটি জাতি কেবল শত্রুর চেতনায় ভেসে যায় না, বরং ধীরে ধীরে তাদের আদর্শ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস ভুলে গিয়ে আত্মবিস্মৃত হয়। ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজে আইন, যা আত্মপরিচয়ের ভিত্তি রচনা করে।

কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞানের চর্চা ও প্রচার

শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআন, হাদীস ও ইসলামী চিন্তাধারাকে প্রাধান্য দিয়ে এমন এক প্রজন্ম গড়ে তুলতে হবে যারা আধুনিক জ্ঞান ও ইসলামি মূল্যবোধ উভয়ের ধারক। এটি শুধু ধর্মীয় নয়, বরং একটি আদর্শিক আত্মরক্ষা ব্যবস্থা।

বিকৃত ইতিহাস ও সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন

বর্তমান পাঠ্যবইগুলোতে ইসলামের অবদান ও মুসলমান শাসকদের ভূমিকা অনেকাংশেই উপেক্ষিত বা বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়। এর ফলে তরুণ সমাজ একধরনের মানসিক দাসত্বে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আত্মপরিচয়ের পুনর্জাগরণ মানে হলো ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ইসলামী চোখে দেখা ও মূল্যায়ন করা।

আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস পুনর্গঠন

"তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ কোরো না; যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই শ্রেষ্ঠ" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৯)। এ আয়াত মুসলমানদের মনে আশাবাদ, আত্মবিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠত্ববোধ জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানায়। দৃঢ়বিশ্বাসধারীরাই যে শ্রেষ্ঠ-এই আয়াতে সেটাই বলা হচ্ছে। অতএব বোঝা গেলো যে, আত্মপরিচয়ের চেতনা মুসলমানদের মন থেকে পরাধীনতা ও হীনম্মন্যতা দূর করে।

ইসলামি প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রসার

স্বাধীন গবেষণা ও চিন্তাচর্চার জন্য ইসলামি চিন্তাবিদ, স্কলার ও শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশনা ও ইসলামি মিডিয়ার জোরদার করা প্রয়োজন। এটি হিন্দুত্ববাদী বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একটি সুসংহত জবাব হবে।

ইসলামি জ্ঞান ও আত্মপরিচয়ের পুনর্জাগরণ শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক নয়; বরং এটি একটি উম্মাহকে জাগ্রত, আত্মবিশ্বাসী ও আদর্শিকভাবে সুসংহত করার প্রথম পদক্ষেপ। হিন্দুত্ববাদের মতো আদর্শিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে—আমাদের দীনের জ্ঞান এবং তাতে দৃঢ় বিশ্বাস।

৬.২ মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব

উম্মাহর ঐক্য ইসলামি প্রতিরোধের ভিত্তি। বিভক্ত উম্মাহ কখনোই বহিঃশক্তির আগ্রাসন মোকাবিলা করতে পারে না। কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং দলাদলি পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে:

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না..."
—(সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

অপর একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মুমিনগণ একটি দেহের মত। দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। [বুখারীঃ ৬০১১, মুসলিম: ২৫৮৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, মুমিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। [বুখারী: ২৬৪৬, মুসলিম: ২৫৮৫]

দলাদলি ও মাজহাবভিত্তিক বিভেদের সমাধান

মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও মতাদর্শিক বিভাজন উম্মাহর ঐক্যের পথে বড় বাধা। হিন্দুত্ববাদ বা অন্য কোনো চেতনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত অবস্থান নিতে হলে এসব বিভাজনকে হিকমাহ ও আন্তরিকতা দিয়ে নিরসন করতে হবে। ইসলাম ভিন্নমতকে সহনশীলতার সঙ্গে মোকাবেলার শিক্ষা দেয়, কিন্তু বিভক্তিকে সমর্থন করে না।

অভ্যন্তরীণ ইসলামি সংস্থাগুলোর সমন্বয়

বাংলাদেশসহ উপমহাদেশে বহু ইসলামি সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও আলেম সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। হিন্দুত্ববাদের মতো সুসংগঠিত আদর্শিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন এসব শক্তির মধ্যে সমন্বয় এবং একটি সর্বজনগ্রাহ্য ন্যূনতম কর্মসূচিতে ঐক্যমত।

মুসলিম দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা

উম্মাহ শুধু একটি ধর্মীয় সম্পর্ক নয়, বরং একটি আন্তর্জাতিক বাস্তবতা। মুসলিম দেশগুলোকে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে হবে। ওআইসি বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মকে কেবল আনুষ্ঠানিকতায় না রেখে বাস্তব কার্যকর সহায়তায় পরিণত করতে হবে।

ভ্রাতৃত্ববোধের বাস্তব প্রয়োগ

ঐক্য কেবল স্লোগানে সীমাবদ্ধ থাকলে তা কাজে আসে না। ইসলামি ভ্রাতৃত্ব মানে হল দুঃখে-সুখে মুসলমানের পাশে দাঁড়ানো, তাদের অধিকার রক্ষা করা, এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দেওয়া। প্রিয় নবী ﷺ বলেন:

“এক মুসলিম আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলিম ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই।” [মুসনাদে আহমাদ: ১৬/২৯৭, ৭৭৫৬]

আজকের বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ববাদের মতো আগ্রাসী আদর্শের মোকাবেলায় মুসলিম উম্মাহর ঐক্য একমাত্র টেকসই কৌশল। বিভক্তি নয়, বরং পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, সম্মান ও সম্মিলিত পদক্ষেপই উম্মাহকে বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৬.৩ সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া জাগরণ

হিন্দুত্ববাদি আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান কৌশল হলো সাংস্কৃতিক উপনিবেশ ও মিডিয়ার প্রভাব বিস্তার করা। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের মুসলমানদের চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও পরিচয়কে প্রভাবিত করতে ভারতের বলিউড, টিভি চ্যানেল, ওয়েব সিরিজ, কার্টুন, সাহিত্য,

এমনকি ভাষার মধ্য দিয়েও এক ধরণের নীরব দখল প্রক্রিয়া চলমান। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে ইসলামি সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া জাগরণ অপরিহার্য। বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যভিত্তিক, আধুনিক ও সৃজনশীল মিডিয়া কনটেন্টের ঘাটতি রয়েছে। অল্পসংখ্যক ইসলামি চ্যানেল বা ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম থাকলেও তারা প্রয়োজনীয় আর্কষণ বা প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ। তাই দেশে ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রসার প্রয়োজন। সাহিত্য, ইসলামি নাটক, ইসলামি কার্টুন ইত্যাদিতে ইসলামি মূল্যবোধ ও ইতিহাস তুলে ধরার মতো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলা দরকার। মিডিয়াতে তরুণদের জন্য হালাল বিনোদনের সুযোগ তৈরি করতে হবে, যাতে তারা গসিপ ও ভ্রান্ত চেতনার আগ্রাসনে না হারিয়ে যায়।

মিডিয়া জাগরণের কৌশল

- **তথ্যভিত্তিক ডকুমেন্টারি ও শর্টফিল্ম:** হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস, মুসলিম নির্যাতনের দলিলভিত্তিক উপস্থাপন।
- **সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের দক্ষতা:** ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবহার করে দাওয়াহ, ইসলামি শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি।
- **ইসলামি কনটেন্ট নির্মাণে তরুণদের প্রশিক্ষণ:** মিডিয়া লিটারেসি, গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ।

সংস্কৃতি ও মিডিয়া আজকের যুগে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান ফ্রন্ট। হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হলে ইসলামি চিন্তা ও সংস্কৃতিকে সৃজনশীল ও প্রভাবশালীভাবে তুলে ধরার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মুসলিম সমাজকে ব্যাপক ইসলামি সংষ্কৃতির প্রসার ও অনুশীলনের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে না পারলে আমরা কেবল প্রতিরোধ হারাবো না, বরং আমাদের আত্মপরিচয়ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৬.৪ কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

আজকের বিশ্বব্যবস্থা বহুপাক্ষিক সম্পর্ক, কূটনৈতিক প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক মতামতের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। হিন্দুত্ববাদের মত সম্প্রসারণবাদী আদর্শের বিরুদ্ধে শুধু অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ যথেষ্ট নয়; বরং প্রয়োজন কূটনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও বৈশ্বিক সংযোগের মাধ্যমে একটি জোরালো আন্তর্জাতিক অবস্থান গ্রহণ।

বাংলাদেশসহ অনেক মুসলিম দেশ হিন্দুত্ববাদী ভারতের নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবাদ করতে পারছে না। মুসলিমদের উপর নির্যাতন ও সীমান্তে হত্যা ইত্যাদি বিষয় আন্তর্জাতিক মহলে উপস্থাপন না করায় ভারত তাদের একতরফা বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারতের সীমান্তে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, হত্যা ও মুসলিম বিদ্বেষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্থী। তাই ICC (International Criminal Court), UNHRC (United Nations Human Rights Council), ও Amnesty International-এর মতো সংস্থার কাছে প্রমাণভিত্তিক অভিযোগ উপস্থাপন করা যেতে পারে।
OIC (Organisation of Islamic Cooperation) ও Arab League-এর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভারতের হিন্দুত্ববাদী নীতির বিরুদ্ধে যৌথ প্রস্তাব পাস করা দরকার। কূটনৈতিক পর্যায়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর একটি সম্মিলিত অবস্থান ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়তে পারে।
পশ্চিমা বিশ্ব ভারতকে "বৃহৎ গণতন্ত্র" হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। তাই আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় মুসলিম নির্যাতন, কাশ্মীর দখল, সীমান্ত হত্যা ইত্যাদি বিষয় ভাষাগত দক্ষতা ও প্রামাণ্য উপায়ে তুলে ধরা জরুরি। লেখক, গবেষক, মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্টদের ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় গবেষণা প্রকাশ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা যেতে পারে।

ভারতকেন্দ্রিক কূটনৈতিক নির্ভরতা হ্রাস করে চীন, মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সঙ্গে বিকল্প সম্পর্ক গড়ে তোলা যেতে পারে।

হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি সক্রিয়, ঐক্যবদ্ধ ও কৌশলগত কূটনৈতিক অবস্থান জরুরি। ইসলামের শিক্ষাও দুনিয়াব্যাপী ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান ও জুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই মুসলিম সমাজের দায়িত্ব— শুধু নিজেদের নয়, বরং বিশ্ব মুসলিমের স্বার্থে কূটনৈতিকভাবে সচেতন, দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা।

৬.৫ শিক্ষানীতিতে সংস্কার

শিক্ষা হলো একটি জাতির মানসিক গঠন ও চেতনার মূল ভিত্তি। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মীয় ও জাতিসত্ত্বাভিত্তিক মূল্যবোধকে সংকুচিত করা হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস বিকৃতি ও ধর্মীয় অনুচার্যতা রোধে শিক্ষানীতিতে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তি

- বর্তমান পাঠ্যবইয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র নামে ইসলামি আদর্শকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, যা মূল্যবোধহীন ও আত্মপরিচয়হীন প্রজন্ম তৈরি করছে। অতএব, ইসলামি নৈতিকতা, মানবতাবোধ, ন্যায়বিচার, সহমর্মিতা ও পারিবারিক মূল্যবোধ শিক্ষার অংশ হতে হবে।
- মুসলিম শিশুদের ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ও নবীজীর (সা.) আদর্শ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

বিকৃত ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন

- পাঠ্যবইয়ে মুসলিম শাসকদের অবদানকে বাদ দেওয়া, ভুলভাবে উপস্থাপন করা বা হিন্দু সংস্কৃতিকে একমাত্র ঐতিহ্য হিসেবে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে।
- ইতিহাস বইয়ে ইসলামি রাষ্ট্রনায়কদের পাশাপাশি আলেম-ওলামা ও ইসলামি আন্দোলনের ভূমিকাও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামি শিক্ষার বাধ্যতামূলক অন্তর্ভুক্তি

- ইসলামি ধর্মীয় শিক্ষাকে ঐচ্ছিক না রেখে মূল ধারার বাধ্যতামূলক অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
- মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষার মাঝে গড়ে ওঠা বিভাজন দূর করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন জরুরি।

শিক্ষক প্রশিক্ষণে ধর্মীয় সংবেদনশীলতা

অনেক সময় শিক্ষক নিজেই বিকৃত ধারণা ছড়িয়ে দেন, যা শিক্ষার্থীদের ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই শিক্ষকদেরকে ইসলামি মূল্যবোধ, ধর্মীয় সহনশীলতা ও জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা শিক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

ইসলাম-বিরোধী উপাদান অপসারণ

পাঠ্যবইয়ে ইসলাম ও মুসলিম পরিচয়ের প্রতি অবজ্ঞা, বা হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অতিরিক্ত মহিমান্বিত উপস্থাপন ইসলামি শিক্ষার পরিপন্থী। যেমন: "ঈশ্বর", "অবতার", "মহর্ষি" ইত্যাদি শব্দের অসংগত ব্যবহার মুসলিম শিশুদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

শিক্ষানীতির সংস্কার কেবল প্রশাসনিক কিংবা একাডেমিক নয়, এটি একটি আদর্শিক লড়াই। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা হবে আল্লাহভীরু, আত্মসচেতন ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম প্রজন্ম গঠনের ভিত্তি। তাই ইসলামি জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও সত্য ইতিহাস

তুলে ধরার মাধ্যমে একটি আত্মপরিচয়সম্পন্ন, নৈতিক ও প্রতিরোধক্ষম জাতি গড়ে তোলার একমাত্র পথ হলো শিক্ষানীতির মৌলিক সংস্কার।

৬.৬ অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা

আধুনিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক শক্তিই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার। হিন্দুত্ববাদী ভারতের আগ্রাসনকে মোকাবেলা করতে হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অর্থনৈতিক দুর্বলতা আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে নির্ভরশীল এবং নীতিগতভাবে দুর্বল করে তোলে।

আমদানি নির্ভরতা কমানো

বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে প্রতি বছর প্রায় ১২–১৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে, কিন্তু রপ্তানি মাত্র ১.৫ বিলিয়ন ডলার (২০২৩ সালের তথ্য)। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করেছে প্রায় ১.৮৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য। ফলে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ভারতের সাথে প্রায় ৯.৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি ভারতকে আমাদের উপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের সুযোগ দেয়। স্থানীয় শিল্প ও কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আমদানি নির্ভরতা কমানো জরুরি।

ইসলামি অর্থনীতি ও হালাল বিনিয়োগ

- রিবা (সুদ)-মুক্ত অর্থনীতি গড়ে তুলতে ইসলামি ব্যাংকিং ও হালাল বিনিয়োগ চর্চার প্রসার ঘটাতে হবে।
- মুসলিম ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের উচিত তাদের অর্থনীতি পরিচালনায় ইসলামি আদর্শ অনুসরণ করা এবং সঞ্চয় ও সম্পদের ব্যবহার হালাল ও স্বচ্ছ রাখা।
- ওয়াকফ, যাকাত, সদকা প্রথার পুনর্জাগরণ দরিদ্র Muslims-দের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

মুসলিম ভোক্তা চেতনার বিকাশ

মুসলিম সমাজে ভোক্তা চেতনার অভাব রয়েছে। অনেকে না বুঝেই হিন্দুত্ববাদী প্রতিষ্ঠান বা তাদের সহযোগীদের পণ্য-সেবা গ্রহণ করেন। 'হিন্দুত্বপন্থী পণ্য বর্জন' আন্দোলনকে জনমানুষের স্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে। দেশীয় ও মুসলিম মালিকানাধীন পণ্য ও ব্র্যান্ডকে উৎসাহিত করতে হবে।

উদ্যোক্তা তৈরিতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামি শিক্ষায় হালাল জীবিকা অন্বেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্ভাবন, ব্যবসা ও সামাজিক উদ্যোগে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে। আত্মনির্ভরতার জন্য

যুবসমাজকে চাকরি-নির্ভরতা থেকে বের করে উদ্যোক্তা হওয়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

আন্তর্জাতিক মুসলিম অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হওয়া

- মুসলিম বিশ্বের ধনী দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা বাড়ানো যেতে পারে।
- ওআইসি, IDB (Islamic Development Bank), D-8 প্রভৃতি মুসলিম অর্থনৈতিক জোটে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

হিন্দুত্ববাদী কর্পোরেট আগ্রাসন রোধ

ভারতীয় কর্পোরেট জায়ান্টদের (যেমন: টাটা, রিলায়েন্স, গডরেজ, আইটিসি) বিনিয়োগ বা ব্যবসার মাধ্যমে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কৌশল রয়েছে। এসব কর্পোরেটকে যথাযথ নিয়ম, আইন এবং জনচাপের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।

অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা কেবল আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষ্য নয়; বরং এটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা এবং ইসলামি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বশর্ত। একটি সচেতন, আত্মনির্ভর, দীন-ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমেই হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

৬.৭ দাওয়াতি প্রচার-প্রচারণা শক্তিশালী করা

ইসলামে দাওয়াহ একটি মৌলিক দায়িত্ব। কেবল নামাজ, রোজা, হজ নয়— বরং মানবজাতিকে আল্লাহর পথে আহ্বান করাও ঈমানদার মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। যখন জাতিগত আগ্রাসন, ধর্মীয় বিকৃতি ও সাংস্কৃতিক দখলের বাস্তবতা সামনে আসে, তখন প্রতিরোধের কার্যকর পথগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো — দাওয়াতি প্রচার-প্রচারণা। হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের মুখে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও মানসিক প্রতিরোধ গড়ার জন্য দাওয়াহ কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও সৃজনশীলভাবে বিস্তৃত করতে হবে।

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকুক যারা দাওয়াত দেবে কল্যাণের দিকে, আদেশ করবে সৎকাজে ও নিষেধ করবে অসৎ কাজ থেকে। তারাই হবে সফলকাম।” (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

এই আয়াতই নির্দেশ করে যে, দাওয়াত কার্যক্রম শুধুমাত্র একান্ত ধর্মীয় কাজ নয়, বরং এটি জাতির নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সোপান।

হিন্দুত্ববাদের মোকাবেলায় দাওয়াহর ভূমিকা

- **অপপ্রচারের জবাব:** হিন্দুত্ববাদী মিডিয়া ও শক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ায়। দাওয়াহ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অপপ্রচারের জবাব দেওয়া যায় যুক্তি, প্রজ্ঞা ও উদারতার মাধ্যমে।
- **ধর্মীয় পরিচয়ের জাগরণ:** অনেক মুসলমান আজ ইসলামের মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে। দাওয়াহ'র মাধ্যমে তাদের ঈমান, আত্মপরিচয় ও আকীদাগত জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
- **অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বার্তা:** যারা হিন্দুত্ববাদে বিপর্যস্ত, বিভ্রান্ত বা প্রতারিত— তাদের কাছে কুরআনের আলো পৌঁছানো জরুরি।

দাওয়াতি কৌশলের আধুনিকায়ন ও প্রসার

- **ডিজিটাল দাওয়াহ:** ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ব্লগ ও ওয়েবসাইট— এই সব মাধ্যমকে ব্যবহার করে ইসলামি জ্ঞান ছড়ানো এবং হিন্দুত্ববাদী বিভ্রান্তির তথ্যভিত্তিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করা।
- **মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট:** নিরপেক্ষ তথ্যচিত্র, অ্যানিমেশন, শর্ট ফিল্ম, দাওয়াহ ইনফোগ্রাফিক ইত্যাদির মাধ্যমে তরুণদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা।
- **ভাষাগত বৈচিত্র্য:** বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় দাওয়াহ উপস্থাপন করা— যাতে বিভিন্ন দেশ-বিদেশের মানুষ উপকৃত হয়।

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক দাওয়াহ শক্তিশালীকরণ

- মসজিদ, মাদরাসা ও ইসলামি সংগঠনসমূহের দাওয়াতি ভূমিকা পুনঃউজ্জীবিত করতে হবে।
- স্কুল-কলেজ ভিত্তিক দাওয়াহ ক্লাব গঠন করে ছাত্র-যুবকদের নেতৃত্বে সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
- ইসলামি বই, লিফলেট ও অনলাইন কোর্স ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামীণ অঞ্চল পর্যন্ত।

সহিষ্ণুতা, যুক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াহ

“তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুপরামর্শের মাধ্যমে।”
(সূরা নাহল: ১২৫)
দাওয়াহ কখনোই বিদ্বেষ, বিদ্রুপ বা কটূক্তি হতে পারে না। হিন্দুত্ববাদের উত্তাপে মুসলমানরা যেন প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে প্রজ্ঞাবান, ধৈর্যশীল ও যুক্তিনিষ্ঠ হন – এই কৌশলই ইসলামি দাওয়াহর প্রকৃত রূপ।

নারী, শিশু ও পরিবারের দাওয়াহ প্রসার

- নারীদের জন্য পৃথক ইসলামি শিক্ষা ও মিডিয়া কনটেন্ট তৈরি করা।
- শিশুদের ইসলামি পরিচয় ও আদর্শে গড়ে তোলার জন্য ইসলামিক এনিমেটেড ভিডিও, কার্টুন, গল্পগ্রন্থ ইত্যাদি ব্যবহার।
- পরিবারের সদস্যদের ইসলামি শিক্ষা প্রদান যেন ঘর থেকেই দাওয়াহ শুরু হয়।

আজকের দুনিয়ায় হিন্দুত্ববাদ কেবল রাজনৈতিক শক্তি নয়, বরং একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রকল্প যা মুসলমানদের অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করছে। এর মোকাবেলায় ইসলামি দাওয়াতি প্রচারণা হলো সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ, কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী কৌশল। প্রজ্ঞা, ধৈর্য, কৌশল ও আন্তরিকতায় পরিচালিত দাওয়াহ আন্দোলনই পারে মুসলমানদের আত্মপরিচয় ফিরিয়ে আনতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে।

অধ্যায় ৭: উপসংহার

৭.১ সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় আমরা হিন্দুত্ববাদের একটি বিশ্লেষণাত্মক চিত্র উপস্থাপন করেছি, যা কেবল ভারতের একটি রাজনৈতিক মতবাদ নয়, বরং এক ধরণের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রকল্প। গবেষণায় উঠে এসেছে যে, হিন্দুত্ববাদ কেবল ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র—বিশেষত বাংলাদেশে—নানা মাত্রায়।

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের বহুমাত্রিক রূপের মধ্যে সীমান্ত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক প্রভাব, কূটনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক দখল, শিক্ষানীতিতে প্রভাব এবং ইসকনের মতো সংগঠনের বিতর্কিত তৎপরতা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।
এর বিপরীতে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিরোধের নীতি যেমন— যুলুমের বিরুদ্ধে অবস্থান, উম্মাহর ঐক্য, হিকমাহ ও দাওয়াতের গুরুত্ব এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ—এসবের বিশ্লেষণও উঠে এসেছে। পরিশেষে, মুসলিম সমাজের করণীয় কী হতে পারে, সেটিও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৭.২ মূল বার্তা

এই গবেষণার মূল বার্তা হলো: হিন্দুত্ববাদ কেবল একটি ধর্মীয় মতবাদ নয়, বরং এটি একটি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং আদর্শিক আগ্রাসনের কৌশল, যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নামে সমগ্র উপমহাদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রেও এই হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প নানা উপায়ে—সীমান্ত হত্যা, কূটনৈতিক চাপ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, শিক্ষা ও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং ইসকনের মতো ধর্মীয় সংগঠনের কার্যক্রমের মাধ্যমে—প্রভাব বিস্তার করছে।
এতে মুসলমানদের জন্য যে হুমকি তৈরি হয়েছে তা শুধু ভূ-রাজনৈতিক নয়; বরং এটি পরিচয় সংকট, ধর্মীয় মূল্যবোধ হ্রাস এবং আত্মবিস্মৃতির দিকে ধাবিত হওয়া—এই তিনটি দিক থেকেই গভীর সংকট তৈরি করছে।

এই প্রেক্ষাপটে মূল বার্তা তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়:

চেতনার স্তরে:
মুসলমানদের ঈমানি আত্মপরিচয়, ইতিহাস ও ধর্মীয় জ্ঞানের পুনর্জাগরণ একান্ত প্রয়োজন। হিন্দুত্ববাদ যেভাবে আদর্শিক আগ্রাসন চালাচ্ছে, তার প্রতিরোধও আদর্শিক হওয়া চাই— যেখানে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক চিন্তা-চেতনা ও ঐক্য অপরিহার্য।

সামাজিক ও সাংগঠনিক স্তরে:
উম্মাহর ঐক্য, মিডিয়ায় সক্রিয়তা, শিক্ষানীতির সংস্কার, দাওয়াহ ও ইসলামী সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরোধ কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে:
মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে কৌশলগত মৈত্রী গড়ে তোলা, ভারতের আগ্রাসনের কূটনৈতিক প্রতিবাদ, এবং আন্তর্জাতিক মহলে হিন্দুত্ববাদের ফ্যাসিবাদী প্রকৃতির বিষয়টি তুলে ধরাই এখন সময়ের দাবি।

সার্বিকভাবে, এই গবেষণার মূল আহ্বান হলো— "প্রতিরোধ শুধু বাহ্যিক নয়, অন্তরেও"। ইসলামী আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে, আদর্শিক প্রস্তুতি এবং ঐক্যবদ্ধ ভূমিকার মাধ্যমেই হিন্দুত্ববাদের এই আগ্রাসন রুখে দেওয়া সম্ভব।

৭.৩ ভবিষ্যৎ গবেষণার দিকনির্দেশনা

এই গবেষণায় হিন্দুত্ববাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বহুমাত্রিক দিক এবং তার প্রতিরোধে ইসলামের আদর্শিক ও সামাজিক দিক তুলে ধরা হয়েছে। তবে হিন্দুত্ববাদ একটি বিস্তৃত ও বহুপাক্ষিক প্রকল্প হওয়ায় এটি নিয়ে আরও গভীর ও ক্ষেত্রবিশেষ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় নিম্নলিখিত দিকগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে:

হিন্দুত্ববাদী নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ বাংলাদেশ ও উপমহাদেশের রাজনীতিতে

ভবিষ্যৎ গবেষণায় হিন্দুত্ববাদ কীভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনীতি ও নিরাপত্তা কাঠামোকে প্রভাবিত করছে তা নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ জরুরি। বিশেষ করে নেপাল, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে বিজেপি ও RSS-এর প্রভাব খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

ইসকনের প্রভাব ও ধর্মীয় কৌশল নিয়ে প্রান্তিক গবেষণা

বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে ISKCON-এর কার্যকলাপ নিয়ে আরও নিবিড় গবেষণা প্রয়োজন। কীভাবে এটি হিন্দুত্ববাদী আদর্শের বাহক হিসেবে কাজ করছে, কীভাবে ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রভাবিত করছে, এসব দিক আরও বিশ্লেষিত হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের পাঠ্যবই ও শিক্ষা ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন

পাঠ্যবইয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী বিষয়বস্তু, ইতিহাস বিকৃতি এবং সংস্কৃতি বিভাজনের উপাদানগুলোর উপর একটি ক্ষেত্রভিত্তিক ও সমীক্ষানির্ভর গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। এতে বাস্তবচিত্র ও নীতিগত অসামঞ্জস্যতা উঠে আসবে।

মিডিয়া ও বিনোদন জগতের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিশ্লেষণ

ভারতীয় টিভি চ্যানেল, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, সিনেমা, সিরিয়াল—এগুলোর মাধ্যমে কীভাবে মুসলিম সমাজের মনস্তত্ত্ব ও জীবনধারা প্রভাবিত হচ্ছে, তা নিয়ে কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস ও সামাজিক মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষণা প্রয়োজন।

হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে ইসলামি দাওয়াতি আন্দোলনের প্রভাব

ভবিষ্যৎ গবেষণায় মুসলিম সমাজে দাওয়াহ আন্দোলনের কার্যকারিতা ও হিন্দুত্ববাদ প্রতিরোধে তার বাস্তব অবদান, কৌশল ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে গবেষণা জরুরি।

ইসলামি কূটনীতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকাবিষয়ক গবেষণা

ওআইসি, আরব লিগ কিংবা মুসলিম নেতৃত্বাধীন জোটগুলো হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিষয়ে কী ভূমিকা রাখছে বা রাখতে পারে, তা নিয়ে নীতিগত ও বাস্তব প্রস্তাবনা ভিত্তিক গবেষণা হতে পারে।

সার্বিকভাবে, ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য হিন্দুত্ববাদের আক্রমণকে শুধু ধর্মীয় বা রাজনৈতিকভাবে নয়, বরং সামগ্রিক সভ্যতাগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে অনুধাবন করে তার জবাবও আদর্শিক, সাংস্কৃতিক ও কৌশলগতভাবে গড়ে তোলার আহ্বানই এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য।

তথ্যসূত্র

১. Savarkar, V. D. (1923). *Hindutva: Who is a Hindu?* Pune: Savarkar Publications.

২. Jaffrelot, C. (2007). *Hindu nationalism: A reader.* Princeton: Princeton University Press.

৩. Anderson, W., & Damle, S. (2018). *The RSS: Inside the world of Hindu right.* New York: Penguin.

৪. Nussbaum, M. (2007). *The clash within: Democracy, religious violence, and India's future.* Cambridge: Harvard University Press.

৫. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। (সর্বশেষ সংস্করণ)। *কুরআনুল কারীম ও তর্জমা।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৬. মুসলিম, ইমাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ)। *সহীহ মুসলিম* (হাদীস নং ২৫৭৭)। ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৭. তিরমিযী, ইমাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্করণ)। *সুনান আত-তিরমিযী।* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

৮. Yusuf al-Qaradawi. (2009). *Fiqh al-Jihad.* Kuwait: Dar al-Risalah.

৯. সাইয়্যেদ কুতুব। (১৯৬৪)। *মা'আলিম ফিত্ ত্বারীক (মাইলস্টোনস)।* কায়রো: মাকতাবাতুল ইসলাম।

১০. আহমেদ, ইমতিয়াজ। (১৯৯৩)। *রাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি: ভারতের ভূমিকা।* কলকাতা: বিকাশ পাবলিশিং হাউজ।

১১. সরকার, তানিকা। (২০০২)। হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলিম নারী ও শিশুর আতঙ্কের ভাষা। *ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি,* ৩৭(২৮)।

১২. রহমান, মিজানুর। (২০১০)। ভারতীয় মিডিয়ার সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলাদেশে: একটি বিশ্লেষণ। *জার্নাল অব সোশ্যাল স্টাডিজ,* ১২২।

১৩. বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। (২০১১–২০২৫)। *সীমান্ত হত্যা ও কূটনৈতিক বিবৃতি।* ঢাকা: বাংলাদেশ সরকার।

১৪. Al Jazeera, BBC, The Hindu, The Economic Times, The Print. (2014–2025). Reports on India-Bangladesh relations.

১৫. OMCT. (n.d.). Reports on Felani, Liton, Sorna, Kamal killings.

১৬. Amnesty International, The Guardian, Forbidden Stories. (2021). *Pegasus spyware report.*
১৭. আল-ইয়াকিন মিডিয়া ও পিস টিভি। (n.d.) *দাওয়াতি প্রচারের ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির সোর্স।*
১৮. বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। (২০২৩)। *জাতীয় পাঠ্যক্রম।* ঢাকা: এনসিটিবি।